দৈনিক খবর

তারিখ 15 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করতে আরেকটি গণআন্দোলন প্রয়োজন ঃ উপাচার্য

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরাচারের পতনের মত অভিভাবক ও সচেতন জনগণের আরো একটি গণআন্দোলন প্রয়োজন। সন্ত্রাসের ধাক্কা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে মৃত্তিকা বিজ্ঞান প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী

শেষ পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমিতি 'ইডাফস'-এর ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ডঃ মেসবাহ-উল-করিম। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ ডঃ এ কিউ এম বি করিম, বিআরআরআই-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ডঃ এম এ মান্নান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ ফজলে এলাহী, ডঃ এস এম এ ফয়েজ ও ডঃ টি এইচ খান।

উপাচার্য বলেন, সন্ত্রাসের ধাক্কা কতটুকু আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। অভিভাবকেরা সচেতন হলে ১০০ সন্ত্রাসীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। সন্ত্রাস দমনে শুধু উপাচার্যের একার দায়িত্ব নয়, দেশের ও জাতির কল্যাণার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও সরকারের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। অভিভাবকদের আলোচনার জন্য আহবান করা হলেও এবার ২০০-এর বেশী অভিভাবক সাড়া দেননি। যাদের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে এদের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ লোকের দু'বেলা খাবার জোটে না। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করতে হলে সব সময় সরকারের দোরগোড়ায় হাত পাতা ঠিক নয় উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, হলগুলোর অবস্থা করুণ। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান সীমিত।

ডিসি বলেন, এক দশক পূর্বে সমঅবস্থানে থেকে থাইল্যান্ড আজ বাংলাদেশ থেকে ৬ গুণ বেশী উন্নত। সংকীর্ণতা পরিহার করে জাতির মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সম্মান দিতে পারলে এবং তাদের সততা, কর্মদক্ষতা ও দেশপ্রেমকে স্মরণ করে মূল্যায়ন করলে দেশ গৌরবান্বিত হতে পারে- অন্যথায় নয়।

বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ জাতির কল্যাণে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের সীমিত পরিমন্ডলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। ভাতের পরিবর্তে খাদ্য ঘাটতি কমানোর জন্য বিকল্প খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশে সন্ত্রাস ও কলুষমুক্ত বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে না পারলে শুধু পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা হ্রাস নিয়ে সভা-সেমিনার করলে জাতীয় সংকট সমাধান হবে না।

অধ্যাপক এম বি করিম মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ১টি বাস ও গবেষণার লক্ষ্যে ১ বিঘা জমি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।